কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ ঃ ৪৯ ❑ জুলাই- আগস্ট ❑ ২০১৬ খ্রি. ❑ ১৭ আষাঢ়- ১৬ ভাদ্র ❑ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ীতে বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত চেল্লাখালী রাবার ড্যাম

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ নাসিরুজ্জামান
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টাম-লী
মোহাম্মদ মাহফুজুল হক
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
রওনক মাহমুদ
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোঃ আব্দুল জলিল
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম
সচিব (যুগ্মসচিব)

সম্পাদক
মোঃ তোফায়েল আহমদ
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

ফটোগ্রাফি
নুরুজ্জামান
সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা

প্রকাশক
শেখ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে
প্রিন্টোলাইন
৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০,
ফোন: ৮৩২২২২১

সম্পাদকীয়

জাতীয় শোক দিবস

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। বাঙালী জাতির শোকাবহ দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১ তম শাহদাৎ বার্ষিকী। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর পক্ষ থেকে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী শোকাহত চিত্তে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছে মহান স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের স্মৃতির প্রতি। জাতীয় শোক দিবসে আমরা সকলে পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে সেদিনের সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর অবদান অপরিসীম। তারই নেতৃত্বে বাঙালী জাতি অর্জন করে বহু কাঙ্খিত স্বাধীনতা।

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৭০ এর সাধারণ নির্বাচনসহ এ দেশের গণমানুষের আশা-আকাঙ্খা পূরণে প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে তিনি এই জাতিকে নেতৃত্ব দেন। এ দেশ ও জনগণ যত দিন থাকবে জাতির পিতার নাম এদেশের লাখো-কোটি বাঙালির অন্তরে চির অক্ষয় হয়ে থাকবে। জাতির পিতা সোনার বাংলা'র স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমাদের দায়িত্ব হবে দেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করে জাতির পিতার সেই স্বপ্ন পূরণ করা। তাহলেই তাঁর আত্মা শান্তি পাবে এবং আমরা এই মহান নেতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে পারবো। জাতীয় শোক দিবসে আসুন আমরা জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করি এবং দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করি।

ভেতরের পাতায়...........................

বিএডিসিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত ০৩
বিএডিসিতে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সভা অনুষ্ঠিত...... ০৪
বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত মিছাখালী রাবার ড্যামের উদ্বোধন ০৫
গত সাত বছরে বিএডিসি'র বীজ ও উদ্যান উইংয়ের অগ্রগতি ও সাফল্য ০৯
কৃষি উন্নয়নে বিএডিসি সেচ বিভাগের ভূমিকা : বর্তমান প্রেক্ষিত ১০
কৃষকের সেচ বিদ্যালয় ১৩
আশ্বিন-কার্তিক মাসের কৃষি ১৬

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি তাদের জন্য

বিএডিসিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সদস্য পরিচালকবৃন্দ ও সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের একাংশ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) গত ১৫ আগস্ট ২০১৬ তারিখে বিএডিসি কৃষিভবনস্থ সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে "আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল" এর আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব রওনক মাহমুদ, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, সংস্থার সচিব জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম ও নিয়ন্ত্রক (অডিট) ড. মোয়াজ্জেম হোসেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র অফিসার্স এসোসিয়েশন এর সভাপতি জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির সভাপতি জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির সভাপতি জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি শাখার সভাপতি জনাব মুহাঃ আজহারুল ইসলাম। সিবিএ সভাপতি জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন, সিবিএ সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা জান মোহাম্মদ, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ডের ডেপুটি কমান্ডার জনাব আবুল হোসেন মৃধা, বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ডের সভাপতি ডা. আফরোজা খানম, বিএডিসি ডিপ্লোমা কৃষিবিদ সমিতির সভাপতি জনাব মোঃ আহাদ নূর মোল্লা, বিএডিসি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব জিয়াউল হক সেলিম ও বিএডিসি দ্বিতীয় শ্রেণি অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব আব্দুল মতিন পাটোয়ারী। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে সকলে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করেন এবং 'যদি রাত পোহালে শোনা যেত বঙ্গবন্ধু মরে নাই' গানটি বাজানো হয় এবং ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ সবাই মোনোযোগের সাথে শোনেন। আলোচনা সভাটি সঞ্চালনা করেন জনাব মোঃ মুকসুদ আলম খান মুকুট। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন জনাব মোঃ সামছুল হক। সভায় সভাপতিত্ব করেন সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক। অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র সকল শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কৃষি ভবনে সূর্যদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় ও কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। বাদ যোহর বিশেষ মোনাজাতের ব্যবস্থা করা হয়। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে কৃষি সমাচার এর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়ামাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

(বাকী অংশ ০৪ পৃষ্ঠায়)

বিএডিসিতে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সভা অনুষ্ঠিত

দলমত-পেশা নির্বিশেষে সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। শুধুমাত্র সরকারের একার পক্ষে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ সম্ভব নয়। যার যার অবস্থান থেকে সকলকে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। গত ১২ জুলাই ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর উদ্যোগে কৃষি ভবনের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সভায় বক্তারা এই অভিমত ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে গুলশান ও শোলাকিয়ায় নিহতদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি)'র মহাসচিব কৃষিবিদ মোঃ মোবারক আলী, জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি কৃষিবিদ এএমএম সালেহ, যুগ্ম মহাসচিব কৃষিবিদ সমীর চন্দ্র চন্দ, বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) ড. মোঃ সাইদুর রহমান সেলিম, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব রওনক মাহমুদ, সংস্থার সাবেক সচিব ড. মোয়াজ্জেম হোসেনসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

বিএডিসি'র উপপরিচালক (বীপ্রকে) ও কেআইবি'র কৃষি ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক জনাব মোঃ মুকসুদ আলম খান মুকুট এর পরিচালনায় সভায় বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির সাধারণ সম্পাদক কৃষিবিদ একেএম ইউসুফ হারুন, বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির সভাপতি প্রকৌশলী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, সিবিএ এর সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা জান মোহাম্মদ, সহসভাপতি জনাব মোঃ সামছুল হকসহ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য দেন এবং জঙ্গিবাদ নির্মূলে তাদের পরামর্শ ও মতামত তুলে ধরেন।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিএডিসি'র ৯ লক্ষ ৮৯ হাজার ৬৬৪ মে.টন সার বিতরণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আন্তরাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় মোট ৯ লক্ষ ৪৯ হাজার ১১০ মে.টন ননইউরিয়া সার আমদানি করেছে। আমদানীকৃত সারের মধ্যে টিএসপি ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪৫৬ মে. টন, এমওপি ৪ লক্ষ ৫০ হাজার ৪০৪ মে.টন ও ডিএপি ১ লক্ষ ৩১ হাজার ২৫০ মে.টন। বিএডিসি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ১১ লক্ষ ২৭ হাজার ৮৭৫ মে.টন ননইউরিয়া সার বরাদ্দ দিয়েছে। বরাদ্দকৃত সারের মধ্যে টিএসপি ৪ লক্ষ ৭ হাজার ২৬৪ মে.টন, এমওপি ৫ লক্ষ ১৫ হাজার ৪১০ মে.টন এবং ডিএপি ২ লক্ষ ৫ হাজার ২০১ মে. টন। কৃষক পর্যায়ে গত অর্থ বছরে বিতরণ করা হয়েছে। মোট ৯ লক্ষ ৮৯ হাজার ৬৬৪ মে.টন। বিতরণকৃত সারের মধ্যে টিএসপি ৩ লক্ষ ৭২ হাজার ১১৩ মে.টন, এমওপি ৪ লক্ষ ৭২ হাজার ২৫ মে.টন এবং ডিএপি ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৫২৬ মে.টন। এ ছাড়া ৩০ জুন ২০১৬ তারিখে মজুদ সারের পরিমান ৩ লক্ষ ৪ হাজার ৯০৯ মে.টন। সংস্থার সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এ তথ্য জানা গেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকী

(০৩ পৃষ্ঠার পর)

শোক দিবসের আলোচনা সভায় বক্তারা ১৫ আগস্ট তারিখে বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারবর্গ যারা নিহত হয়েছিলেন তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

সভায় বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধু সবসময় একটি সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য বঙ্গবন্ধু কৃষি খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি বিএডিসিকে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে রূপ দিয়েছিলেন। বিএডিসি'র কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রম ও সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা /কর্মচারীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে জাতির জনকের গৌরবউজ্জ্বল জীবনের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ তুলে ধরে তাঁর লক্ষ, আদর্শ ও কর্মসূচিকে সামনে এগিয়ে নেয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন ড. মোঃ রেজাউল করিম।

বিএডিসি'র বীজ ব্যবহার করুন, অধিক ফসল ঘরে তুলুন।

বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত মিছাখালী রাবার ড্যামের উদ্বোধন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলাস্থ দক্ষিণ বাদাঘাট ইউনিয়নের মিছাখালী রাবার ড্যাম এর উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ২ জুলাই ২০১৬ তারিখে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান এমপি এ রাবার ড্যাম উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান।

মিছাখালী রাবার ড্যামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান এমপি

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সুনামগঞ্জ ৪ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট পীর ফজলুর রহমান মিসবাহ, জাতীয় সংসদের মহিলা ৩২৯ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শামসুন নাহার বেগম এমপি ও সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক জনাব শেখ রফিকুল ইসলাম। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দ, কৃষক ভাইরা ও জনপ্রতিনিধিগণ বক্তব্য রাখেন। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বিএডিসি'র প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ হাফিজউল্লাহ চৌধুরী।

মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি বলেন, সুনামগঞ্জ একটি কৃষি প্রধান অঞ্চল, বিশেষ করে বোরো প্রধান এলাকা। এ এলাকায় আরো বেশি করে রাবার ড্যাম স্থাপন করা দরকার। যাতে করে এ অঞ্চলের মানুষ রাবার ড্যামের মাধ্যমে আরো বেশি উপকৃত হতে পারে। মাননীয় মন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমান সরকার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে খুবই আন্তরিক। ফসলের উৎপাদন বাড়াতে হাওর এলাকায় এরকম আরো রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হবে। এ রাবার ড্যাম নির্মাণের ফলে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার আঙ্গুরালী ও করচা হাওরের কৃষকদের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে।

সুনামগঞ্জ জেলার ১১টি উপজেলার মধ্যে বিশ্বম্ভবপুরসহ কয়েকটি উপজেলার পুরোটাই হাওর অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। হাওর অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা নীচু হওয়ায় শুধুমাত্র শুষ্ক মৌসুমে একটি ফসল বোরো ধান আবাদ করা হয়। হাওর এলাকাগুলোতে মূলতঃ বোরো ফসলই উৎপাদন করা যায়। বিস্তীর্ণ হাওর এলাকায় প্রতি বছর আগাম বন্যা হয়। আগাম বন্যার কারণে উঠতি ফসল নষ্ট হয়ে যায়। চলতি বোরো মৌসুমে সুনামগঞ্জ জেলার হাওর এলাকাগুলোতে সকল ফসল নষ্ট হলেও করচা ও আঙ্গুরালী হাওরের ৭,০০০ হেক্টর জমির ফসল মিছাখালী রাবার ড্যামের মাধ্যমে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

আঙ্গুরালী ও করচা হাওর এলাকার কৃষকদের একমাত্র ফসল আগাম বন্যা হতে রক্ষার জন্য বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক প্রায় ৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের বৃহত্তম রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। আগাম পাহাড়ী ঢলের কারণে সৃষ্ট বন্যা থেকে আলোচ্য রাবার ড্যামের মাধ্যমে আঙ্গুরালী ও করচা হাওরের প্রতি বছর প্রায় ৭,০০০ হেক্টর জমির ৩১,৫০০ মেট্রিক টন বোরো ফসল রক্ষা করা সম্ভব হবে, যার বাজার মূল্য ৭০ কোটি টাকা।

রাবার ড্যামের পাশাপশি মিছাখালী নদীর উপর ২২০ মিটার দীর্ঘ ৩ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট একটি ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। ব্রিজের মাধ্যমে মিছাখালী নদীর উভয় পাড়ের বাসিন্দাদের মধ্যে নতুন করে এক সেতু বন্ধন তৈরি হয়েছে। ফলে কৃষকদের পণ্য পরিবহন ও বাজারজাতকরণ এবং তাদের যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ হয়েছে। হাওর এলাকার পিছিয়ে পড়া জনপদের বেকার যুবক ও কৃষকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এই রাবার ড্যাম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

ভাল বীজে
ভাল ফসল

চিত্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪১ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়ামাহফিল

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল

সভাপতির বক্তব্য রাখছেন সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সচিব (যুগ্মসচিব) জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব রওনক মাহমুদ

আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহনকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের একাংশ

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে কৃষি ভবনের মসজিদে বাদ যোহর মিলাদ মাহফিলে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের একাংশ

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) পদে জনাব মোঃ আব্দুল জলিল এর যোগদান

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আব্দুল জলিল গত ১৩ জুলাই ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি শিল্প মন্ত্রণালয়ে উপসচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। জনাব মোঃ আব্দুল জলিল বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি, এজি (অনার্স) ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৯ সালে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের একজন সদস্য হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সহকারী কমিশনার, সিনিয়র সহকারী কমিশনার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও উপপরিচালক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরীবিক্ষণ ইউনিট, মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সিরাজগঞ্জ জেলাধীন কাজিপুর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

বিএডিসি'র ভিত্তি পাটবীজ খামারে গ্রো-আউট টেস্ট অনুষ্ঠিত

বিএডিসি'র পাটবীজ বিভাগের আওতায় দিনাজপুরের নসিপুরস্থ ভিত্তি পাটবীজ খামারে গত ৬ আগস্ট ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হলো গ্রো-আউট টেস্ট এর মাঠ দিবস। ইতোমধ্যে চাষি পর্যায়ে সরবারহকৃত বীজের জাত বিশুদ্ধতা যাচাই করা হলো গ্রো-আউট টেস্ট এর উদ্দেশ্য। পাটের ৬টি জাতের ৯০টি লটের গ্রো-আউট টেস্ট এর মাঠ দিবসে দেশের পাটবীজ বিভাগের উপপরিচালক, যুগ্মপরিচালক ছাড়াও বিএডিসি'র বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মাঠ দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ-গ্রহণ করেন বিএডিসি'র এএসসি বিভাগের মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ নুরুল হক এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গম গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক জনাব নরেশ চন্দ্র দেব বর্মা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাটবীজ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক জনাব নুর মোহাম্মদ মন্ডল। মাঠ দিবস শেষে বীজ পরীক্ষাগার, ঢাকা এর যুগ্মপরিচালক জনাব আশুতোষ লাহিড়ী এর নের্তৃত্বে বিভিন্ন জোন/ভিত্তি পাটবীজ খামারের উৎপাদিত বীজের মান নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। সদর দপ্তর থেকে আগত পাটবীজ বিভাগের ব্যবস্থাপক জনাব রাজেন আলী মন্ডল মাঠ দিবস স্থানীয় অন্যান্য কৃষি প্রতিষ্ঠান এর প্রতিনিধিদের আগামীতে গ্রো-আউট টেস্ট মাঠ দিবসে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেন।

মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীদের সাথে বিএডিসি চেয়ারম্যানের মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৩ আগস্ট ২০১৬ তারিখে বিএডিসি'র মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীদের সাথে সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এর সাথে কৃষিভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্রসেচ উইং এ সভার আয়োজন করে। সভায় সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, প্রধান প্রকৌশলী ক্ষুদ্রসেচ জনাব মোঃ হাফিজ উল্লাহ চৌধুরীসহ উর্ধ্বতন প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ক্ষুদ্রসেচ উইংয়ের প্রকল্প সমূহের দরপত্র আহবান অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। এ ছাড়াও নানা বিষয় আলোচনা উঠে আসে।

বিএডিসি'র সচিব পদে জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম এর যোগদান

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম গত ১৩ জুলাই ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সচিব পদে যোগদান করেন। বিএডিসিতে যোগদানের পূর্বে তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যুগ্মসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বিএ (অনার্স), এমএ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৯ সালে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৮ম ব্যাচের একজন সদস্য হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সহকারী কমিশনার, সিনিয়র সহকারী কমিশনার, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপসচিব হিসেবে দক্ষতার সাথে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

বিএডিসি'র বোরো ধান বীজ, ভুট্টা বীজ ও গম বীজের বিক্রয়মূল্য

বিগত ১৮ আগস্ট ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মূল্য নির্ধারণ কমিটির সভায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ২০১৬-১৭ বিতরণ বর্ষে বোরো ধানবীজ, ভুট্টাবীজ ও গমবীজের বিক্রয়মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

ক. বোরো ও বোরো হাইব্রিড ধানবীজের বিক্রয় মূল্যঃ

ক্রমিক নং	জাতের নাম	ভিত্তি (টাকা/কেজি)		প্রত্যায়িত/ মানঘোষিত (টাকা/কেজি)	
		চাষি পর্যায়	ডিলার পর্যায়	চাষি পর্যায়	ডিলার পর্যায়
১	বিআর ৩	৪০,০০	৩৬,০০	৩৫,০০	৩২,০০
২	বিআর ১৪	৪০,০০	৩৬,০০	৩৫,০০	৩২,০০
৩	বিআর ১৬	৪০,০০	৩৬,০০	৩৫,০০	৩২,০০
৪	বিআর ২৬	৪০,০০	৩৬,০০	৩৫,০০	৩২,০০
৫	ব্রি ধান ২৮	৪০,০০	৩৬,০০	৩৫,০০	৩২,০০
৬	ব্রি ধান ২৯	৪০,০০	৩৬,০০	৩৫,০০	৩২,০০
৭	ব্রি ধান ৪৭	৪০,০০	৩৬,০০	৩৫,০০	৩২,০০
৮	ব্রি ধান ৫০	৫০,০০	৪৫,০০	৪৭,০০	৪২,০০
৯	ব্রি ধান ৫৫	৪০,০০	৩৬,০০	৩৫,০০	৩২,০০
১০	ব্রি ধান ৫৮	৪০,০০	৩৬,০০	৩৫,০০	৩২,০০
১১	ব্রি ধান ৫৯	৪০,০০	৩৬,০০	৩৫,০০	৩২,০০
১২	ব্রি ধান ৬১	৪০,০০	৩৬,০০	৩৫,০০	৩২,০০
১৩	ব্রি ধান ৬৩	৪০,০০	৩৬,০০	৩৫,০০	৩২,০০
১৪	ব্রি ধান ৬৭	৪০,০০	৩৬,০০	৩৫,০০	৩২,০০
১৫	বিনা ধান ৮	৪০,০০	৩৬,০০	৩৫,০০	৩২,০০
১৬	বিনা ধান ১০	৪০,০০	৩৬,০০	৩৫,০০	৩২,০০
১৭	বিনা ধান ১৪	৪০,০০	৩৬,০০	৩৫,০০	৩২,০০
১৮	SL-8H			১৯০,০০	১৬০,০০
১৯	বিএডিসি হাইব্রিড ধান-৩ (উইন ৩০২)			১৯০,০০	১৬০,০০
২০	বিএডিসি হাইব্রিড ধান-৫ (এমজে ০০৩৩)			১৯০,০০	১৬০,০০

খ. ভুট্টা বীজের বিক্রয় মূল্যঃ

ক্রমিক নং	বীজের জাত	বীজের শ্রেণি			
		ভিত্তি (টাকা/কেজি)		প্রত্যায়িত/ মানঘোষিত (টাকা/কেজি)	
		চাষি পর্যায়	ডিলার পর্যায়	চাষি পর্যায়	ডিলার পর্যায়
১	খৈ ভুট্টা	৫০,০০	৪৫,০০	-	-

গ. গম বীজের বিক্রয় মূল্যঃ

ক্রমিক নং	জাতের নাম	বীজের শ্রেণি			
		ভিত্তি (টাকা/কেজি)		প্রত্যায়িত/ মানঘোষিত (টাকা/কেজি)	
		চাষি পর্যায়	ডিলার পর্যায়	চাষি পর্যায়	ডিলার পর্যায়
১	বিজয়	৪২,০০	৩৮,০০	৩৪,০০	৩১,০০
২	প্রদীপ	৪২,০০	৩৮,০০	৩৪,০০	৩১,০০
৩	বারিগম ২৫	৪২,০০	৩৮,০০	৩৪,০০	৩১,০০
৪	বারিগম ২৬	৪২,০০	৩৮,০০	৩৪,০০	৩১,০০
৫	বারিগম ২৭	৪২,০০	৩৮,০০	৩৪,০০	৩১,০০
৬	বারিগম ২৮	৪২,০০	৩৮,০০	৩৪,০০	৩১,০০

গত সাত বছরে বিএডিসি'র বীজ ও উদ্যান উইংয়ের অগ্রগতি ও সাফল্য

মানসম্মত বীজ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান উপকরণ। অধিক হারে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও কৃষকদের নিকট সরবরাহের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। সারা দেশে সংস্থার ৩৩ টি বীজ উৎপাদন খামার ও ৭৫ টি চুক্তিবদ্ধ চাষী জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। উৎপাদিত বীজ প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ করে পরবর্তী মৌসুমে কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হচ্ছে।

*** বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ:** বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত ৭ বছরে বিএডিসি'র বীজ উইং কর্তৃক ১০টি প্রকল্প ও ৭টি বীজ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প, বীজ কার্যক্রম ও চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে বিগত ৭ বছরে বিভিন্ন ফসলের সর্বমোট ৯.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদন ও ৮.৬৬ লক্ষ মেট্রিক টন বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে।

*** বোরো ধান বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ:** দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য দানা জাতীয় ফসলের মধ্যে বোরো ধান বীজ উলেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বিএডিসি বিগত সাত বছরে সর্বমোট ৫.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন বোরো ধান বীজ কৃর্ষক পর্যায়ে সরবরাহ করেছে। বিএডিসি কর্তৃক জাতীয় চাহিদার প্রায় ৫৬% বোরো ধান বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে।

*** SL-8H জাতের সুপার হাইব্রিড বোরো বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ:** বিএডিসি কর্তৃক বিগত সাত বছরে SL-8H জাতের সুপার হাইব্রিড ৫৭১৫.৯৫ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদন ও ৪৮১২.০০ মেট্রিক টন বোরো বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে। কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র SL-8H জাতের সুপার হাইব্রিড বোরো বীজ সরবরাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। SL-8H জাতের হাইব্রিড ধানের হেক্টর প্রতি ফলন ১০-১২ মেট্রিক টন। এ জাতের ধান চাষে দেশে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

*** গম বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ:** দেশে গমের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিগত

বিএডিসি উৎপাদিত আলুর গ্রেডিং কার্যক্রম

গাবতলী বীজ বর্ধন খামারে ধানবীজ উৎপাদন কার্যক্রম

সাত বছরে সর্বমোট ১.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন গম বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। উক্ত সময়ে ১.৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন গম বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে।

*** ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ:** দেশের জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণকল্পে বিএডিসি কর্তৃক বিগত সাত বছরে ডাল জাতীয় ১০৬৫৯.৭০ মেট্রিক টন ও তৈল জাতীয় ৮৯৩০.৯৬ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। উক্ত সময়ে ডাল জাতীয় ১০,২৩৩ মেট্রিক টন ও তৈল জাতীয় ৮৫৬৬.৭৮ মেট্রিক টন বীজ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে দেশে ডাল ও তৈল ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

*** আলু বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ:** বিএডিসি কর্তৃক বিগত সাত বছরে ১.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন আলু বীজ উৎপাদন ও ১.২৯ লক্ষ মট্রিক টন আলু বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে। এতে দেশব্যাপী আলু উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

*** দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন:** জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটকে বিবেচনা করে পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলার চর এলাকায় ১০৪৪.৩৬ একরের একটি নতুন বীজ বর্ধন খামার স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে পটুয়াখালী জেলায় বীজ বর্ধন খামার স্থাপনের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের উপযোগী ফসলের বীজ পরিবর্ধনপূর্বক কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে।

*** ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন বর্ধন খামার স্থাপন:** জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও জনগণের পুষ্টিমান উন্নয়নের জন্য নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় বিএডিসি কর্তৃক ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে একটি ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত খামারের বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলার চর এলাকায় একর প্রতি ডাল ও তৈল ফসলের ফলন বৃদ্ধি পাবে।

(বাকী অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়)

কৃষি উন্নয়নে বিএডিসি সেচ বিভাগের ভূমিকা : বর্তমান প্রেক্ষিত

প্রকৌশলী স্বপন কুমার হালদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ),বিএডিসি, ময়মনসিংহ সার্কেল, ময়মনসিংহ

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন এবং কৃষি উপকরণ কৃষকদের মাঝে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৬১ সনের ১৬ অক্টোবর ৩৭ নম্বর অধ্যাদেশ বলে ইষ্ট পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। যা ১৯৭১ সনে স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) নামে পরিচিত। কৃষি উপকরণের মধ্যে সার, বীজ ও সেচ যন্ত্রপাতি কৃষকদের মধ্যে অতি সহজে প্রাপ্তির নিশ্চয়তাকল্পে বিএডিসি'র সার, বীজ ও সেচ উইং কাজ করে যাচ্ছে।

১৯৬১ সনে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক "কর্পোরেশন" নাম দিয়ে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে বিবেচনা করে কৃষি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠা করা হয়। পাকিস্তানী আমলে বাংলার কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা কৃষিখাতের উন্নয়নকে অত্যাবশ্যকীয় খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। ১৯৬১ সন থেকে ১৯৭১ সন পর্যন্ত সময়ে এদেশের জনগনের জীবনযাত্রার মান কতটুকু উন্নত হয়েছে তা বিশ্লেষণযোগ্য। তবে ছোটবেলায় স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে দেখতাম, বাড়ীর পাশের দরিদ্র কৃষকটি আশ্বিন-কার্তিক মাস এলেই ব্যাগ নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে ত্রাণ হিসেবে কিছু গম কিংবা চাল পাওয়ার আশায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতো। কখন নৌকায় করে জেলা খাদ্য গুদাম থেকে ইউনিয়ন পরিষদে গম কিংবা চাল আসবে সেই আশায় তীর্থের কাকের মত বসে থাকতে দেখা যেত। এখন কিন্তু সে দৃশ্য গ্রামাঞ্চলে তেমন একটা দেখা যায় না। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে স্বাধীনতার ৪৩ বৎসর পরে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। আর সেটি সম্ভব হয়েছে , হাজার বৎসরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসি-নার গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে। এ-দেশের খেটে খাওয়া মানুষের নেত্রী বাংলার অগ্নিকন্যা বেগম মতিয়া চৌধুরীকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করায় কৃষিখাতের অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

১৯৭১ সালে দেশের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে সাত কোটি। খাদ্য ঘাটতি ছিল প্রায় ২০লক্ষ টন। বর্তমান ২০১৬ সালে লোকসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। বর্তমানে দেশে কোন খাদ্য ঘাটতি নেই। যেখানে প্রতি বছর চাষের জমি কমছে অথচ প্রতি বছর উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে । ধান উৎপাদনে দেশ এগিয়ে গিয়েছে। নিজেদের খাদ্য চাহিদা মিটিয়ে গত বছর শ্রীলংকায় চাল রপ্তানি করা হয়েছে যা আমাদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু গম বা ভুট্টা উৎপাদনে দেশ এখনও পিছিয়ে আছে। এই পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে আমাদের উত্তরণ ঘটাতে হবে। আর উত্তরণ ঘটাতে হলে দেশের সেচ ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী ও জোরদার করতে হবে। কারণ কৃষি উন্নয়নের পূর্বশর্তই হলো সেচ। ভালো বীজ ও ভালো সার সরবরাহ করলেই ফলন নিশ্চিত হবে না , যদি মাটির আদ্রতা প্রয়োজনমত ও যথাযথভাবে ঠিক রাখা না যায়।

১৯৭৫ সন থেকে ১৯৯৫ সন পর্যন্ত সময়ে বিএডিসি কর্তৃক পরিচালিত সেচ ব্যবস্থা শক্তিশালী ছিল না। ১৯৯৩ সনে বিএডিসি'র সেচযন্ত্রগুলোকে নিলামে বিক্রি করে দিয়ে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক অবসর দিয়ে সেচ ব্যবস্থাপনায় এক নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছিল। যার ফলে দেশে খাদ্য ঘাটতি আরো বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৯৬ সনে আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় এসে বাংলার অগ্নিকন্যা বেগম মতিয়া চৌধুরীকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করায় কৃষিক্ষেত্রে এক পুর্নজাগরণ সৃষ্টি হয়। যা সবুজ বিপ্লব নামে খ্যাতি অর্জন করে। ১৯৯৩ সালে বিএডিসিকে সংকুচিত করার পরে ১৯৯৯ সালে বিএডিসি'র জনবলের সংখ্যা ৬৮০০ জনে নির্ধারণ করা হয়। যেখানে সেচ বিভাগের জনবল ২০৪৪ জনে নির্দিষ্ট করে "ক্ষুদ্রসেচ " নামকরণ করা হয়। অথচ এই ক্ষুদ্রসেচের মাধ্যমে বোরো মৌসুমে দেশের প্রায় ৯৫% সেচযোগ্য জমিতে সেচ প্রদান করা হয়ে থাকে। আর বৃহৎ সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে মাত্র ৫% জমিতে সেচ প্রদান করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্টে বৃহৎ সেচ প্রকল্প দেশের কৃষি উন্নয়নে তথা সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে কতটুকু অবদান রেখেছে তা বিবেচ্য বিষয়। চাঁদপুরে চাকুরী করার সুবাদে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে দেখার সুযোগ হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে চাঁদপুর জেলার একটিমাত্র উপজেলা মতলব উত্তর উপজেলার চারপাশে ৬০ কিলোমিটার রিং বাঁধ দিয়ে বন্যার কবল থেকে ফসল রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে। এই ৬০ কিলোমিটার রিং বাঁধ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ তথা অভ্যন্তরীণ খালের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা তদারকী করার জন্য প্রকল্পে ১ জন নির্বাহী প্রকৌশলীসহ অন্যান্য প্রকৌশলীগন নিয়োজিত থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

(বাকী অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

কৃষি উন্নয়নে বিএডিসি সেচ বিভাগের ভূমিকা : বর্তমান প্রেক্ষিত

(১০ পৃষ্ঠা এর পর)

প্রতি বৎসর এই রিং বাঁধ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। কিন্তু ঐ উপজেলা থেকে কত টন ধান উৎপাদিত হচ্ছে বা কতটুকু রাজস্ব আদায় হচ্ছে তা-কি কেউ কখনও খতিয়ে দেখেছে কি-না আমার জানা নেই। মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের মধ্যে এখনও অনেক জমি আছে যা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। সেখানে কৃষকগন নিজ উদ্যোগে ছোট ছোট সেচযন্ত্র বসিয়ে খালের মধ্যে জমাকৃত ও অপচয়কৃত পানি দিয়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। সৌভাগ্যক্রমে আমার চাকুরীকালীন সময়ে মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের অভ্যন্তরে বিএডিসি কর্তৃক একটি Floating pump স্থাপন করে প্রায় ৫০০ একর জমি সেচের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছিলাম।

যেখানে মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প থেকে ঐ এলাকায় সেচের পানি সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু বিএডিসি-স'র পক্ষ থেকে সেটি করা সম্ভব হয়েছিল। বিএডিসি'র Floating pump দিয়ে এখনও ঐ প্রকল্পের অভ্যন্তরে সেচকার্যক্রম অব্যাহত আছে।

পূর্ণগঠিত বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইং এর কার্যপরিধি হিসেবে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নের লক্ষ্যে পানি সম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদানের কথা বলা হয়েছে। বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইং কর্তৃক সেচের পানির উৎস বৃদ্ধিকল্পে ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য খাল, নালা ও পাহাড়ী ছড়া পুনঃখননের কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু প্রতি বৎসর উজান থেকে আসা লক্ষ লক্ষ টন পলি ও বালুর মাধ্যমে নদী ও খালগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে। খালগুলো বিএডিসি কর্তৃক পুনঃখননের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও বড় বড় নদীর মাঝখানে জমাকৃত বালু অপসারণের লক্ষ্যে কোন সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে না। জাতীয় পানি নীতি অনুযায়ী বৃহদাকার সেচ কিংবা নদী পুনঃখননের দায়িত্ব পানি উন্নয়ন বোর্ডের। কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বড় বড় নদীর গতিপথ ঠিক রাখা কিংবা নদী থেকে বালু অপসারণ করার মত কোন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে না। কারণ নদীর গতিপথ ঠিক রাখা ও নদী থেকে বালু অপসারণ করার কাজটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

বিএডিসি'র প্রকৌশলীগণ Excavator এর মাধ্যমে খাল পুনঃখনন করে সফলতা অর্জন করেছে। যে খাল পুনঃখননের কাজ একচেটিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ড করত । বিএডিসি ইতিমধ্যে শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলায় চেল্লাখালী নদী পুনঃখনন করে সফলতা অর্জন করেছে। বর্তমানে বিএডিসি-স'র প্রকৌশলীগণ খাল ও নদী পুনঃখননে সক্ষমতা অর্জন করেছে। তাই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করার লক্ষ্যে সেচ কার্যক্রম ও সেচ ব্যবস্থাপনাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এ-লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত কতগুলো বিষয় পর্যবেক্ষণে রাখার জন্য নীতিনির্ধারকদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল :

১) সেচের পানির উৎস বৃদ্ধিকল্পে নদীতে পানি সংরক্ষণের জন্য নদীর মাঝে অবস্থিত চরের মাটি অপসারণ করে একটি নির্দিষ্ট দুরত্বে অন্য একাটি তীরবর্তী চরকে ভরাট করার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পাইলট প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করে বিএডিসি-স'র সেচ উইং-কে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে অথবা বিএডিসি, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিআই ডব্লিউ,টি,এ এর যৌথ সমন্বয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

২) ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা ও ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান খাল ও নদীগুলোকে জরীপ করে ছোট, মাঝারী, বৃহৎ খাল ও নদী হিসেবে চিহ্নিত করে সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক পুনঃখনন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে ।

৩) সেচ এলাকাকে টেকসই করতে হলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে Recharge (পুনঃর্ভরণ) এর কোন বিকল্প নেই। বিএডিসি রাবার ড্যাম নির্মান করে সফলতা অর্জন করেছে। উজানের দিকে অবস্থিত বড় খাল ও মাঝারী নদীগুলো পুনঃখনন করে রাবার ড্যামের মত সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে ।

তাই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে হলে সেচ ব্যবস্থাকে টেকসই করতে হবে। কম খরচে জমিতে পানি দেয়ার নিশ্চয়তা পেলে কৃষক স্বাভাবিকভাবেই ফসল উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে উঠবে। এজন্য সেচকে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের স্বার্থে রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি অত্যাবশ্যকীয় খাত হিসেবে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। ফসল উৎপাদনের জন্য সেচের পানি সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থার জন্য সেচ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী। এই সেচ ব্যবস্থাপনা মনিটরিং ও তদারকী করার জন্য বিএডিসি'র সেচ উইং-কে আরো শক্তিশালী ও জোরদার করা প্রয়োজন। পাকিস্তানী আমলে ঔপনিবেশিক চিন্তা চেতনায় সৃষ্ট "কর্পোরেশন" নামটি পরিবর্তন করে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন অধিদপ্তর বা অন্য কোন নাম দিয়ে "সেচ ব্যবস্থাপনাকে" একটি অত্যাবশ্যকীয় খাত হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে সংস্থাটিকে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন।

বিএডিসি'র সেচ-নালা ব্যবহারে বেড়েছে ফসল উৎপাদন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) নির্মিত সেচ নালা দিয়ে নদী ও খাল থেকে পাম্পের সাহায্যে স্বল্প খরচে সেচ সুবিধা পাওয়ায় মাগুরার চারটি উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অন্যান্য বছরের তুলনায় ফসল উৎপাদন বেড়েছে যথেষ্ট। সঙ্গত কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকদের অনেকেরই ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় কৃষকরা।

স্থানীয় কৃষকদের মতে, বিএডিসি কর্তৃক নির্মিত এ নালা ব্যবহার করে সহজেই জমিতে সেচ দিয়ে অধিক ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছে তারা। সেচের এ সহজলভ্যতার কারণে এসব এলাকায় অন্যান্য বছরের তুলনায় ফসল উৎপাদন বেড়ে গিয়েছে অনেকাংশে। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকরা বিএডিসি কর্তৃক নির্মিত এ সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের দাবি জানিয়েছে।

মাগুরার শালিখা উপজেলা চুকিনগর গ্রামে এ প্রকল্পের সুবিধাভোগী কৃষক শংকর বিশ্বাস জানান, সরকারিভাবে নির্মিত এ সেচ নালা দিয়ে স্বল্প খরচে জমিতে সেচ দিতে পারছে তারা। সাধারণভাবে স্যালো ইঞ্জিন-চালিত পাম্প দিয়ে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে বছরে একর প্রতি প্রায় ৪ হাজার টাকা খরচ করে একবার ফসল উৎপাদন করতো এসব এলাকার কৃষকরা। এ ক্ষেত্রে বিএডিসি নির্মিত সেচ নালা দিয়ে জমিতে সেচ দিতে খরচ অনেক কম পড়ছে। এটি দিয়ে বছরে একর প্রতি জমিতে সেচ দিতে খরচ হচ্ছে মাত্র ১ হাজার ২০০ টাকার মতো। সেই সাথে বছরে দুইবার ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। এতে করে এলাকার কৃষকদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটছে।

একই এলাকার এ প্রকল্পের সুবিধাভোগী কৃষক গনি মিয়া ৩ একর, গজেন্দ্র বিশ্বাস সাড়ে ৩ একর, সর্বত আলি এক একর জমিতে সেচ দিয়ে ধান চাষ করছেন। তারা জানান, বিএডিসি নির্মিত সেচ নালা দিয়ে জমিতে সেচ দেয়া একদিকে যেমন খুবই সহজ অন্যদিকে এ ক্ষেত্রে খরচ একেবারেই কম। এটির মাধ্যমে তারা ইচ্ছে মত ফইল জমিতে সেচ দিয়ে বছরে দুটি ফসল উৎপাদন করতে পারছে। সঙ্গত কারণে ফসল উৎপাদনও অন্য বছরের তুলনায় বেড়েছে বলে বাসস প্রতিনি-ধির সাথে আলাপকালে জানিয়েছে তারা।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সূত্রে জানা গেছে, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সেচ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় জেলার বিভিন্ন এলাকায় ৩০টি সেচ-নালা নির্মিত হয়েছে। এর মাধ্যমে মাগুরা শালিখা, সদর ও মোহাম্মদপুর উপজেলার অধিকাংশ এলাকায় নদী ও খাল তীরবর্তী এলাকায় পাম্পের সায্যে পানি উত্তোলন করে পাইপের মাধ্যমে প্রায় ৭০৫ হেক্টর জমিতে সেচ দেয়া হচ্ছে। ফলে এসব জমিতে প্রায় ৫ হাজার ১২৫ টন অধিক ফসল উৎপাদন হবে।

বিএডিসি অফিস সূত্র জানায়, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৮৯ লাখ ৩ হাজার ৭৫৯ টাকা ব্যয়ে জেলার শালিখা উপজেলা, সদর ও মোহাম্মদপুর উপজেলা সদর আড়পাড়া, শতখালি, চুকিনগর হাজাবাহাটি, বয়রা, ধাওয়াসীমা, কৃষ্ণপুর এবং সদর উপজেলার মঘি, শিয়াল ঝুড়ি, ফুলবাড়ি, ধর্মসীমা, উত্তর ধর্মসীমা এবং বড়শলই এলাকায় এ প্রকল্প আওতায় প্রতিটি ৯৫০ মিটার লম্বা হারে ১৫টি সেচ নালা নির্মিত হয়। পরবর্তীতে এটি সম্প্রসারণ করে নদী ও খাল তীরবর্তী এলাকায় আরো ৭টি সেচ নালা তৈরি করা হয়। এর পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ পাম্পের সাহায্যে সেচ দেয়ার জন্য প্রতিটি ৬শ মিটার লম্বা হারে আরো ৮টি সেচ নালা নির্মাণ করা হয়। ফলে এসব এলাকার কৃষকরা জমিতে স্বল্প খরচে জমিতে সাচ্ছন্দ্যে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করা সহজতর হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় সেচ কাজ স্থানীয়ভাবে গঠিত কৃষক সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রকল্প এলাকায় মোট ৩০টি কৃষক সমিতির মাধ্যমে প্রায় এক হাজার উপকারভোগী কৃষক এ সেচ সুবিধা ভোগ করছে। জমিতে সেচ দেয়ার জন্য পাম্পের যন্ত্রাংশ ও পাইপ মেরামত কৃষকরা নিজেদের উদ্যোগেই করে থাকে। এ ছাড়া কৃষক সমিতির সদস্যদের বিএডিসিকে প্রতি বছর মাত্র ১০ হাজার টাকা ভাড়া দেয়। বিশেষ করে ২২টি সেচ নালায় পাম্পের সাহায্যে নদী ও খালের পানি ব্যবহার করে সেচ দেয়ায় এসব এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির ওপর চাপ অনেকাংশে কমে গেছে। ফটকি নদী, নবগঙ্গা নদী ও খালে জমে থাকা পানি দিয়ে শুষ্ক মৌসুমে কৃষকরা জমিতে সেচ দিতে পারছে।

মাগুরা জেলা বিএডিসি অফিসের সহকারী প্রকৌশলী মাজাহারুল ইসলাম জানান, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাগুরা জেলার বিভিন্ন এলাকায় 'জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সেচ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ায় ফসলের উৎপাদন বেড়েছে। তার মতে, পাম্পের সাহায্যে নদী ও খালের পানি ব্যবহার করে ২২টি সেচ নালা দিয়ে জেলার বিভিন্ন এলাকার জমিতে সেচ দেয়ায় এসব এলাকার ভূগর্ভস্থ পানির ওপর চাপও অনেক কম পড়ছে।

সংকলিতঃ দৈনিক যায়যায় দিন
২০-০৭-২০১৬

কৃষকের সেচ বিদ্যালয়

হুসাইন মুহাম্মদ খালিদুজ্জামান, সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, নীলফামারী জোন, নীলফামারী

কৃষকের সেচ বিদ্যালয়ের অংশগ্রহণকারী কৃষক ভাইরা

১ কেজি ধান উৎপাদনে প্রায় ৩০০০ লিটার পানির প্রয়োজন হয়। একথা কৃষিবিজ্ঞানী ও কৃষি সংশ্লিষ্ট সকলেরই প্রায় জানা। কিন্তু যে কৃষক ফসল উৎপাদনের প্রধান হাতিয়ার তার কতটুকু এ বিষয়ে জ্ঞান আছে তা একটি বড় প্রশ্ন। যার উত্তর আমাদের জানা নেই। এ বার আমাদের সেচ ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলি। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে আমাদের বাংলাদেশের সেচ দক্ষতা সর্বনিম্ন প্রায় ৩৫%। অর্থাৎ কোন ফসলে যদি পানির প্রয়োজন ৩৫ লিটার হয় তবে আমরা প্রয়োগ করি ১০০ লিটার। সেচ কাজে সবচেয়ে বেশি পানির অপচয় হচ্ছে। এর কারণ অনুসন্ধানে আমরা দেখতে পাই যে, আমরা কৃষকদের আধুনিক সেচ পদ্ধতি, ধান বা অন্যান্য ফসল চাষে তার কতটুকু পানির প্রয়োজন তার স্বচ্ছ ধারনা দিতে পারিনি। এক্ষেত্রে কৃষকদের দায়ী না করে আমাদের নিজেদের প্রচলিত প্রচার ব্যবস্থাকেই দায়ী করতে হয়।

উত্তর অঞ্চলের কৃষকদের সেচ ব্যবস্থাপনা নিয়ে অনেক নীতিনির্ধারকই উদ্বিগ্ন। ঠিক একই রকম ভাবে বিএডিসিতে চাকুরী করার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃষকদের আধুনিক সেচ সর্ম্পকে জানানোর তাগিদ অনুভব করি। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর কর্তৃক গৃহীত A2 i (Access to information) প্রোগ্রামের আওতায় বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে আমার এই নতুন চিন্তা-ভাবনা বিকাশের একটি রাস্তা খুজে পাই। Innovation in public service প্রোগ্রামে আমি বেছে নেই কৃষকের সেচ বিদ্যালয় তৈরির কাজ। এই কাজে আমাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছে A2 i, বিএডিসি এর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, আমার অফিসের সহকর্মী, স্থানীয় বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিকসহ অন্যান্য শুভাকাঙ্খীবৃন্দ এবং সাধারণ কৃষক।

এবার কৃষকের সেচ বিদ্যালয়ের গল্পে আসি। পূর্বে আমরা কৃষকদের প্রশিক্ষণের কথা ভেবে প্রজেক্টের আওতায় বিএডিসি স্কীমের চাষীদের প্রশিক্ষণ দিতাম। এতে দেখা যেত বছরে মাত্র ১০০-২০০ কৃষককে আমরা আধুনিক সেচপদ্ধতি যেমনঃ AWD (সেনিপা) পদ্ধতি, ফিতাপাইপ, বারিড পাইপ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারনা দিতে পারতাম। একই সাথে আমরা জানি সারা দেশে মাত্র ১২% সেচ কাজ গভীর নলকুপের মাধ্যমে হয়। যদি আমরা গভীর নলকুপের আওতায় সকল কৃষককে প্রশিক্ষণ দেই, তবুও সামগ্রিক সেচব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। এজন্য সকল চাষী ভাইকেই আমাদের সেচের তথ্য পৌছে দিতে হবে। তাই আমি একটি ভ্রাম্যমান সেচ বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করি। যার মাধ্যমে আমরা কৃষকের সুবিধাজনক সময়ে, সুবিধাজনক স্থানে, তাদের পরিবেশে, তাদের বোঝার মত ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণ দিতে পারবো। এই সেচ বিদ্যালয়ের জন্য আমি আমার সহকর্মীদের নিয়ে একটি টিম গঠন করে মৌজা পর্যায়ে কৃষক দলের সাথে উঠান বৈঠক করি। তাদের আধুনিক সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা প্রদান শুরু করি। এই ব্যবস্থায় কৃষকদের খুব কাছে পৌছে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। সেচ বিদ্যালয়ের পাইলটিং কাজ নীলফামারী জেলার সদর ও সৈয়দপুর উপজেলায় চলমান রয়েছে। আশা করছি আগামী ২০১৬-১৭ বোরো মৌসুমের পূর্বে প্রায় ৩০০০-৪০০০ কৃষককে আমরা কৃষকের সেচ বিদ্যালয়ের সদস্য করতে পারবো।

কৃষকদের সাথে কাজ করে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে, তাদের অনেক অভাব ও অভিযোগ রয়েছে যা শোনার আসলে কেউ নেই। তাই আমি আমার অফিসে একটি কৃষকের অভিযোগ রেজিষ্টার খুলেছি। চেষ্টা করছি অভিযোগ শোনার মন-মানসিকতা তৈরি করতে। হয়তো পরবর্তীতে তা সমাধানের ব্যবস্থাও করতে পারবো।

পরিশেষে ধন্যবাদ জানাচ্ছি A2 i কে, যে আমাকে উপলব্ধি করার চোখ খুলে দেয়ার জন্য। হয়তো এমন দিন আসবে যে কৃষকের সেচ বিদ্যালয় সেচ ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন বয়ে আনবে।

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

কৃষকের সেচ বিদ্যালয় স্বল্প সেচে অধিক ফসল উৎপাদন পদ্ধতি

১। AWD পদ্ধতি ব্যবহার

২। ফিতা পাইপ ব্যবহার

৩। বারিড পাইপ লাইন ব্যবহার

সময় মত সেচ দিন অধিক ফসল ঘরে তুলুন

বঙ্গবন্ধু পরিষদ বিএডিসি শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত

জনাব মুহা: আজহারুল ইসলাম
সভাপতি

মোঃ সামছুল হক
সাধারণ সম্পাদক

বঙ্গবন্ধু পরিষদ বিএডিসি শাখার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন গত ২৫ জুলাই ২০১৬ তারিখে বিএডিসি'র কৃষিভবনস্থ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মুহা: আজহারুল ইসলাম সভাপতি এবং সবজি বীজ বিভাগের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সিবিএ সহসভাপতি) জনাব মোঃ সামছুল হক সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

নতুন কমিটির সহসভাপতি হিসেবে আছেন বিএডিসি'র বীজ ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ রিপন কুমার মন্ডল, উপপরিচালক (বীজ বিপণন) একে এম ইউসুফ হারুন (সাধারন সম্পাদক বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতি)। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জনাব আবুল বাশার খান, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ এনায়েত উল্লাহ ঢালী। সাংগঠনিক সম্পাদক প্রশাসনিক কর্মকর্তা আব্দুল মতিন পাটোয়ারী। দপ্তর সম্পাদক জাকির হোসেন চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ জনাব আব্দুল মান্নান বেপারী। অন্যতম সদস্য উপপরিচালক (বীপ্র) জনাব মোঃ মুকসুদ আলম খাঁন মুকুট (সাবেক সাধারণ সম্পাদক বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতি) জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন, সভাপতি বিএডিসি (সিবিএ), বীরমুক্তিযোদ্ধা জান মোহাম্মদ (সাধারণ সম্পাদক বিএডিসি, সিবিএ)। সম্মেলনে সর্বমোট ৭০ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

মেধাবী মুখ

জান্নাতুল ফেরদৌস মৌরি

জান্নাতুল ফেরদৌস মৌরি ২০১৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে কুমিল্লা সরকারি নওয়াব ফয়জুন্নেসা গার্লস স্কুল হতে সকল বিষয় জিপিএ-৫ (এ প্লাস) পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। ২০১৪ সালের জেএসসি পরিক্ষায়ও সে একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে জিপিএ-৫ (এ প্লাস) পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিল। ভবিষ্যতে সে ডাক্তার হিসেবে ক্যারিয়ার গঠনে ইচ্ছুক। মৌরি হিসাব বিভাগে কর্মরত হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মোঃ মোজাম্মেল হোসেন এর কন্যা। তার মাতা মিসেস শামীমা আক্তার কুমিল্লা সরকারি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটি-টিউট এ কর্মরত একজন শিক্ষয়িত্রী। মৌরি সকলের দোয়া প্রার্থী।

মোঃ মাহবুবুল হক নিরব

মোঃ মাহবুবুল হক নিরব ২০১৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে ঢাকা বোর্ডের অধীনে সরকারি বিজ্ঞান কলেজ থেকে জিপিএ-৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। নিরব বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সিবিএ এর সহসভাপতি ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ বিএডিসি'র সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ সামছুল হক এর কনিষ্ঠ পুত্র। সে ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

শোক সংবাদ

* সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/ল্যাব) এর দপ্তর সেচ ভবনস্থ ঢাকা (ক্ষুদ্রসেচ/ল্যাব) জোনাধীন শেরে বাংলা নগর (সওকা) ইউনিট দপ্তরে কর্মরত সহকারী মেকানিক জনাব মৃত্যু আর্শাদ আলী গত ১১ আগষ্ট ২০১৬ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

* সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এর দপ্তর নোয়াখালী (ক্ষুদ্রসেচ) জোনাধীন বেগমগঞ্জ (ক্ষুদ্রসেচ) ইউনিটের অফিস সহায়ক জনাব মোঃ আমিন উল্লাহ গত ২১ আগষ্ট ২০১৬ তারিখে কর্মরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

* উপপরিচালক (বীজ বিপণন) এর কার্যালয়, বিএডিসি'র দিনাজপুরে কর্মরত নিরাপত্তা প্রহরী জনাব মোঃ এমদাদুল হক গত ৯ জুলাই ২০১৬ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

* উপপরিচালক (বীউ), বিএডিসি, সাতক্ষীরা দপ্তরের অফিস সহকারী কনাম মুদ্রাক্ষরিক জনাব মোঃ হারুন গত ১৬ আগস্ট ২০১৬ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

বিএডিসিতে হেপাটাইটিস বি সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত

গত ২০ আগস্ট ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সম্মেলন কক্ষে জনসচেতনতা মূলক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংস্থার মেডিকেল সেন্টার এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সচিব জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে হেপাটাইটিস বি, নিউমোনিয়া ও ফ্লু রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

২০১৬-১৭ বর্ষে আমন মৌসুমে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে বন্যাত্তোর কৃষি পূনর্বাসনের আমন ধানের চারা উৎপাদন কর্মসূচি

২০১৬-১৭ বর্ষে আমন মৌসুমে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে বিএডিসি'র বীজ উৎপাদন খামার বিভাগের বিভিন্ন খামারে ৬.০০ একর, আলু বীজ বিভাগের নিয়ন্ত্রনাধীন খামারে ২.০০ একর ও সবজি বীজ বিভাগের নিয়ন্ত্রনাধীন খামারে ২.০০ একর জমিতে আমন ধানের চারা উৎপাদন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	চারা উৎপাদনকারী খামার	জাতওয়ারী জমির পরিমাণ (একর)					প্রয়োজনীয় বীজের পরিমাণ (কেজি)
		বিআর-২২	বিআর-২৩	বিনাশাইল	নাইজারশাইল	মোট	
১	মধুপুর বীজ উৎপাদন খামার, টাংগাইল	১.০০	১.০০	৫.০০		৭.০০	১৪০০
২	ঠাকুরগাঁও বীজ উৎপাদন খামার, ঠাকুরগাঁও			১.০০		১.০০	২০০
৩	নীলফামারী বীজ উৎপাদন খামার, নীলফামারী				৩.০০	৩.০০	৬০০
৪	ইটাখোলা বীজ উৎপাদন খামার, হবিগঞ্জ	২.০০				২.০০	৪০০
৫	ডোমার আলু বীজ উৎপাদন খামার, নীলফামারী			২.০০		২.০০	৪০০
৬	সব্জী বীজ উৎপাদন খামার, রংপুর	২.০০				২.০০	৪০০
৭	নসিপুর ভিত্তি পাট বীজ খামার, দিনাজপুর			৫.০০		৫.০০	১০০০
মোটঃ		৫.০০	১.০০	১৩.০০	৩.০০	২২.০০	৪৪০০

গত সাত বছরে বিএডিসি'র বীজ ও উদ্যান উইংয়ের অগ্রগতি ও সাফল্য

(০৯ এর পৃষ্ঠার পর)

উক্ত খামারে পরিবেশবান্ধব চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণ করে এর পার্শ্ববর্তী এলাকার জীব বৈচিত্রের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা হবে।

*** বীজ আলু হিমাগারের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ:** বিএডিসি'র ২২টি আলু বীজ হিমাগার রয়েছে যার ধারণক্ষমতা ২৮,৯৫০ মেট্রিক টন। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ঢাকা (গাবতলী), পঞ্চগড়, ঝিনাইদহ (দত্তনগর), মুন্সীগঞ্জ (টংগীবাড়ী), সিরাজগঞ্জ (উল্লাপাড়া), টাংগাইল (মধুপুর) ও কিশোরগঞ্জ (পাকুন্দিয়া) জেলায় ২০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট ৭টি হিমাগার নির্মাণাধীন রয়েছে। এতে আলু বীজ হিমাগারের ধারণ ক্ষমতা প্রায় ৪৩ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত হবে।

*** উদ্যান সংক্রান্ত কার্যক্রম:** বিএডিসি কর্তৃক বিগত ৭ বছরে সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প ও এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্প ও কার্যক্রমের মাধ্যমে সবজি উৎপাদন ২২.২২ লক্ষ মেঃ টন, ফল উৎপাদন ৪.০১ লক্ষ মেঃ টন, মসলা জাতীয় ফসল ২৬৩৫ মেঃ টন, নারিকেল চারা ৩১.৭৬ লক্ষ, সবজি চারা ২৪৯.২৫ লক্ষ, চারা ও গুটি কলম ২২৬০ লক্ষ উৎপাদন করা হয়েছে। কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন উদ্যান ফসলের চারা বিতরণের ফলে দেশব্যাপী উদ্যান ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে।

হাইব্রিড ধান বীজের সংগ্রহমূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ১৭ আগস্ট ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৫-১৬ বোরো মৌসুমে বিএডিসি হাইব্রিড ধান-২ (Win-207) ও বিএডিসি হাইব্রিড ধান-৩ (Win-302) জাতের হাইব্রিড (F1) ধান বীজের সংগ্রহমূল্য ১১৩/- (একশত তের) টাকা (Royalty বাদে) নির্ধারণ করা হয়েছে।

আশ্বিন-কার্তিক মাসের কৃষি

আশ্বিন মাস

আমন ধানঃ

আমন ধানের এ সময় বাড়ন্ত অবস্থা। রোপণের সময় ভেদে এ সময় ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করতে হবে। লাগানোর ২০-২৫ দিনের মধ্যে ইউরিয়ার উপরি প্রয়োগের প্রথম কিস্তি ও ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় কিস্তির ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। সারের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য মৃত্তিকা গবেষণা ইনস্টিটিউটের উপজেলা ভিত্তিক সার সুপারিশমালা অনুসরণ করতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় মাটি পরীক্ষা করে নিলে। সার প্রয়োগের সময় জমিতে প্রচুর রস থাকতে হবে। জমিতে ২-৩ সেঃ মিঃ পানি থাকলে সবচেয়ে ভাল হয়। সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার প্রয়োগ করে আগাছা পরিষ্কার তথা সার-মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয় বার সার উপরিপ্রয়োগ করে মাটির সাথে মেশানোর প্রয়োজন নেই। ধানের জমিতে আগাছা ধান গাছের সাথে খাদ্য উপাদান নিয়ে প্রতিযোগিতা করে। এ জন্য ধানের জমিতে বিশেষত রোপণের ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। বন্যাপ্রবল এলাকা যেখানে পানি সরতে দেরি হয় সেসব জমিতে নাবী জাতের উফশী আমন জাত যেমন বিআর-২২, বিআর-২৩, ব্রিধান-৪৬, আশ্বিন মাসের প্রথম সাতদিন পর্যন্ত লাগানো যাবে। নাবী জাতের ধান রোপণ কালে ৫/৬টি করে চারা একটু ঘন করে লাগাতে হয়। পাট বপণের সময় হতে এ সময় পর্যন্ত বীজ উৎপাদনের জন্য রাখা পাট গাছগুলোর বিশেষ যত্ন নিতে হবে। মরা পঁচা ও রোগাক্রান্ত গাছগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে।

শীতকালীন সবজীঃ

এ মাসের শুরুতে আগাম শীতকালীন সবজী যেমন ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, মূলা, লেটুস, মরিচ, লালশাক, পালংশাক, শালগম, গাজর ইত্যাদির বীজবপন করতে হবে। এ সময় বৃষ্টি হয় বিধায় চারা উৎপাদন ও রোপণের সময় একটু বেশি যত্নশীল হতে হয়। চারা তৈরির জন্য সমতল হতে ৬ ইঞ্চি উঁচু করে পরিমাণমত গোবর সার ও আবর্জনা পঁচা মিশিয়ে মাটি ঝুর ঝুর করে বেড তৈরি করে নিতে হবে। বীজ বপণের পূর্বে প্রতি বর্গ মিটার বীজতলায় ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি ও ১০০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। বীজ ছিটিয়ে গুড়া মাটি দিয়ে হালকাভাবে বীজগুলোকে ঢেকে দিতে হবে। বীজতলা ও কচি চারাকে বৃষ্টির তোর হতে রক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্য লম্বা কঞ্চির দুই পাশ মাটিতে গেঁথে মাচা তৈরি করে তার উপর পলিথিন বা চাটাই দিয়ে বীজ ও চারাকে বৃষ্টির হাত হতে রক্ষা করা যেতে পারে। বীজ বপণের পর এবং চারা কচি থাকা অবস্থায় মাটিতে যাতে রসের অভাব না হয় সেজন্য ঝাঁঝড়ি দিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে।

সংরক্ষিত বীজ ও শস্যঃ

ঘরে সংরক্ষিত বোরো বীজ, গম বীজ, গোলাজাত শস্য, ডাল ও তৈল বীজ ইত্যাদি শুকিয়ে পোকামুক্ত করে পুনরায় সংরক্ষণ করতে হবে।

কার্তিক মাসঃ

আমন ধানঃ

আগাম লাগানো আমন ফসলে এ সময় ফুল আসে এবং পরে লাগানো আমন ধানের বাড়ন্ত অবস্থা থাকে।

এ সময় আমন ফসলে পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এদের মধ্যে মাজরা পোকা, শীষ কাটা লেদা পোকা, পাতামোড়ানো পোকা, গান্ধী পোকা ইত্যাদি প্রধান। পোকা আক্রমণ করলে ক্ষেতের মধ্যে বাঁশের কঞ্চি বা গাছের ডাল পুঁতে দিয়ে পাখি বসার ব্যবস্থা করলে পাখি পোকা খেয়ে ফেলে। পোকা দমনে আলোর ফাঁদ কিংবা হাত দিয়ে ধরে পোকার ডিম ও মথ ধ্বংস করা যেতে পারে। সকল প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে পোকার আক্রমণ যদি অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবেই কেবল কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করতে হবে। সেক্ষেত্রে অনুমোদিত কীটনাশক নির্দিষ্ট মাত্রায় নিকটস্থ কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নিয়ে নিয়ম মাফিক স্প্রে করতে হবে।

ডাল ও তৈল ফসলঃ

এ সময় ডাল ও তৈল ফসল বোনার ভরা মৌসুম। সরিষার উন্নত জাত বারি সরিষা-৯, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫, বিএডিসি সরিষা-১ বুনলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। স্থানীয় মসুর থেকে বারিমসুর ৫,৬ এবং বিনা মসুর-৪ চাষ করা লাভজনক। যে সকল জমিতে খেসারী চাষ করা যায় সেসব জমিতে একই যত্নে বিএডিসি মটর-১ চাষ করা যায়। ডাল তৈল ফসলের জমি উত্তমরূপে চাষ করে শেষ চাষের সময় ২০ঃ৩০ঃ২০ হারে ইউরিয়া টিএসপি ও এমওপি সার প্রয়োগ করে উন্নত জাতের বিশুদ্ধ প্রতিষ্ঠানের বীজ বপণ করতে হবে।

শীতকালীন সবজীঃ

আশ্বিন মাসে বোনা বিভিন্ন আগাম শীতকালীন সব্জীর চারা বীজ তলা হতে সাবধানে তুলে এনে মূল জমিতে লাগাতে হবে। চারা উঠানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে চারার শেকর ভেঙ্গে না যায়। বিকেল বেলা চারা লাগিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে। পরের দুইদিন চারাকে সরাসরি সূর্যালোক মুক্ত রাখতে হবে। মূলা, শালগম, গাজর, লালশাক, ডাঁটা, পালংশাক, মটরশুটি ইত্যাদির বীজ সরাসরি জমিতে ছিটিয়ে বা সারি করে বুনে দিতে হবে।

আলু ঃ

এ মাসের দ্বিতীয় পক্ষ হতে আলু লাগানো শুরু করতে হবে। উন্নত জাতের মধ্যে ডায়মন্ড, কার্ডিনাল, ফেলসিনা ও স্থানীয় জাতের মধ্যে কুফরী, সিন্দুরী জাতের আলু চাষ করা যেতে পারে। প্রতি একরে ৬০০ কেজি বীজের প্রয়োজন। প্রতি একরে ১২০ঃ১২০ঃ১৪০ হারে ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি এবং ২৪০ কেজি খৈল প্রয়োগ করতে হবে। শেষ চাষে ইউরিয়ার অর্ধেক ও অন্যান্য সকল সার প্রয়োগ করতে হবে। উত্তম রূপে তৈরি জমিতে সারি করে অঙ্কুরিত আলু লাগাতে হবে। এ সময় বৃষ্টিপাত থাকে না বলে প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি ও যুগ্মসচিব (নিওক) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অডিট সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির সভাপতি ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির সভাপতি ও মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম

বিএডিসি'র বোর্ড রুমে সংস্থার চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে সিবিএ নেতৃবৃন্দের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সভা

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি সিবিএ সভাপতি জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এডিপির সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সমন্বয় সভায় উপস্থিত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের একাংশ

হেপাটাইটিস বি, নিউমোনিয়া ও ফ্লু রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে মেডিকেল সেন্টার আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

রবি মৌসুমে বীজ বিতরণ বিষয়ক কর্মশালায় সভাপতিত্ব করছেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব রওনক মাহমুদ

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে দানা শস্যবীজ উৎপাদনের সম্পৃক্ত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে চেয়ারম্যান মহোদয়ের মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বিএডিসি'র মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীদের সাথে মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বিএডিসিতে ই-ফাইলিং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে কর্মকর্তাদের একাংশ

জাতীয় বৃক্ষমেলা ২০১৬ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টল

জাতীয় বৃক্ষমেলা ২০১৬ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টলে বিভিন্ন ধরনের ফুল ও ফলের চারা

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫২৩১৬, ইমেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc. gov.bd, এবং প্রিন্টোলাইন, ৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।